এই সময়
November 01, 2019,Friday

রসগোল্লা নিয়ে জিআই আদালতে জয় রাজ্যের

অমিত চক্রবর্তী

এ যেন পেয়েও না-পাওয়া!

বাংলার প্রাপ্তি, রসগোল্লা নিয়ে আইনি লড়াইয়ে জয়। আর অপ্রাপ্তি হল, 'রসগোল্লা' বললেই বাংলার মিষ্টি বোঝাবে, তেমনটা নয়। বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ের জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন) আদালতে রসগোল্লা নিয়ে মামলায় বাংলার জয় হয়েছে। এই রাজ্য যখন রসগোল্লার জিআই পেয়েছিল, তখন তাকে চ্যালেঞ্জ জানায় ওডিশা। সেই মামলায় জিতে যায় বাংলা। এই রায়কে ফের চ্যালেঞ্জ করে ওডিশা। দ্বিতীয় মামলাটি চলাকালীনই ওডিশা তাদের রসগোল্লার জন্য জিআই পেয়ে যায় গত জুলাইয়ে। পরিচয় হয় 'ওডিশার রসগোল্লা'র। ওডিশার দাবিকে কিন্তু কেউ চ্যালেঞ্জ জানায়নি। ফলে, তাদের রাস্তা ছিল মসৃণ।

কিন্তু বাংলার গলায় কাঁটা বিঁধেছিল ওডিশার করা চ্যালেঞ্জে। সেই কাঁটা উপড়ে গেল বৃহস্পতিবার। জিআই

আদালত ওডিশার আবেদন খারিজ করে বলেছে, বাংলার রসগোল্লার স্বীকৃতি বাংলারই প্রাপ্য— অন্য কোনও রাজ্য এতে ভাগ বসাতে পারে না।

কিন্তু ঘটনা হল, অস্বস্তির কাঁটাটিও লুকিয়ে এই সাফল্যে। জিআই আদালত বলেছে 'বাংলার রসগোল্লা'র কথা। অর্থাৎ, জিআই ট্যাগ পাবে বাংলার রসগোল্লাই। অর্থাৎ, সার্বিক ভাবে রসগোল্লা বলতে যে শুধু বাংলার বলে ধরা হত, সেটি কার্যক্ষেত্রে আর রইল না। ব্র্যান্ড রসগোল্লা একক ভাবে বাংলার নয়। অর্থাৎ, রসগোল্লা আপাতত দুই প্রকারের, বাংলার এবং ওডিশার।

জিআই আদালতে রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের হয়ে এই মামলার অন্যতম আইনজীবী সুহৃতা মজুমদার বলেন, 'ওডিশার চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে তথ্যপ্রমাণ জমা দিতে তিন মাস সময় পাওয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আরও ৪০ দিন বাড়তি সময় নিয়ে তথ্য দেওয়া হয়, যা আইনের পরিপন্থী। সেই জায়গা থেকেই আদালত রসগোল্লায় বাংলার স্বীকৃতি জারি রেখেছে।'

রসগোল্লার ইতিহাস নিয়ে বইয়ের লেখক হরিপদ ভৌমিকের বক্তব্য, 'জিআই-এ আবেদনের পরে বিশেষজ্ঞরা কলকাতায় এসে সরেজমিনে সমীক্ষা করেন। এখানকার বহু পুরোনো একটি প্রতিষ্ঠানের শাখা রয়েছে বেঙ্গালুরুতে। জলের সঙ্গে মিষ্টির স্বাদও বদলায়। তাই বেঙ্গালুরুর মিষ্টিকে বাংলার রসগোল্লা বলা যাবে না। তাই আমাদের রসগোল্লার স্বীকৃতি বাংলার রসগোল্লা হিসেবে।'